Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তওবা ও ইস্তেগফার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানিয়া বিনতে আহমেদ

রোলঃ 20102086216

৩ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তওবা ও ইস্তেগফার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানিয়া বিনতে আহমেদ

রোলঃ 20102086216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "তওবা ও ইস্তেগফার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানিয়া বিনতে আহমেদ, আইডিঃ 20102086216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তওবা ও ইস্তেগফার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩ জুন, ২০২৪ ইং

সানিয়া বিনতে আহমেদ

আইডিঃ 20102086216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

লেখিকার কথা:..6

ভূমিকা..8

তওবা কি এবং তওবার শর্তাবলী:..16

তওবার শর্ত :..23

তাওবা করার নিয়ম:..27

তওবার উপকারীতা:..31

তাওবার ফজিলত:..37

তওবার সময়সীমা:..42

তওবা কবুলের আলামত:..45

ইস্তেগফার:..47

একজন ইস্তেগফারকারির আচরণ কেমন হবে:..50

ইস্তেগফারের বিধান:..54

ইস্তেগফারের প্রয়োজনীয়তা ও ফজিলত:..56

ইস্তেগফারের উপকারীতা:..60

তওবা ও ইস্তেগফারের মধ্যে পার্থক্য:..73

গুনাহের পুনরাবৃত্তি অতপর হতাশা:..80

শেষ কথা..87

রেফারেন্স..93

লেখিকার কথা:

প্রথমেই সালাম ও সালাত নিবেদন করছি বিশ্ব জাহানের পথ প্রদর্শক, নবী পাক হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই যিনি আমাকে তওবা এবং ইস্তেগফারের মত এতো গুরুত্বপূর্ন বিষয় সম্পর্কে লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় সহজ ভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। যাতে যে কেউ তাওবা ও ইস্তেগফারের পুরো বিষয়টা সহজ ভাবে বুঝতে পারে। জানি না কতটুকু পেরেছি। আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় অল্প খানিক এই লেখা আমার মহান রব্ব যেন কবুল করেন।

লেখার মাঝে যা ভুল ত্রুটি হয়েছে সব আমার এবং শয়তানের নিকট হতে এবং ভালো কিছু যা আছে সবটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে। পাঠকদের প্রতি বিনিত অনুরোধ ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿۞٢٧﴾ ارۡجِعِىۡٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ﴿٢٨ۚ﴾فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۡ
﴿٢٩ۙ﴾ وَ ادۡخُلِىۡ جَنَّتِىۡ ﴿٣٠﴾ و ادخلى جنتى ٠(٣٠﴿

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

সুরা ফাজর

ভূমিকা

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٍ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

তারা বলল, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।'

(সুরা আরাফ : আয়াত ২৩)

সৃষ্টির শুরু হয়েছে পাপ এবং তার প্রতিকার দিয়ে। আল্লাহ মানুষকে পাপ করার প্রবৃত্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যদি তোমরা পাপ না করতে তবে আল্লাহ এমন মাখলুক বানাতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন।

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৬৮৫৬)

অর্থাৎ মানুষ পাপ করবে এটাই স্বাভাবিক বরং তার সাধু সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক। আল্লাহ তাঁর এক বান্দা কে দিয়ে তার সকল বান্দার জন্য পথ আসান করে দিয়েছেন। আদম (আঃ) এর করা ভুল থেকে গোটা মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কিভাবে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হবে এবং গুনাহ করে ফেললে কি করতে হবে।

মানব প্রকৃতির অন্যতম চাওয়া হচ্ছে তাকে যা করতে মানা করা হয় সেই কাজ করার প্রতি যেন তার এক পৈশাচিক আনন্দ কাজ করে। কোনো না কোনো ভাবে সে সেই জিনিস টার পিছনেই ছুটে যা থেকে তাকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিয়মভঙ্গ করার এক প্রবল তৃষ্ণা তাকে জেঁকে বসে। না চাইতেও সে বার বার নিয়মভঙ্গ করে ফেলে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরই উত্তম জীবন ব্যবস্থার জন্য, আমাদের কল্যানার্থে কিছু নিয়ম কানুন দিয়ে দিয়েছেন, যা মেনে চললে আমাদের জীবন ব্যবস্থা সুন্দর হবে, আমরা পবিত্র থাকবো। কিন্তু মানুষ নাফসিয়াতি মারদ এর কারণে এবং আমাদের সুস্পষ্ট শত্রু শয়তানের প্ররোচনায় সে না চাইতেও বারং বার নিয়ম লজ্ঘন করে ফেলে। নিজের অজান্তে মনের কুপ্রবৃত্তি তাকে অসহায় করে ফেলে। ফলে আল্লাহর করুণা থেকে সে ধীরে ধীরে বিমুখ হতে থাকে। ফলানুযায়ী তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, তার একমাত্র সুভাকাঙ্খি আল্লাহ তা'আলার সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এবং এভাবেই তার হৃদয় পুরোপুরি কুলষিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের খুব ভালোবাসেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ভালোবাসা দিয়ে।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

আল্লাহ তাঁর রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে'।

(বুখারী ৬০০০, মুসলিম ৭১৪৮-৭১৫১)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর বান্দাদের কি পরিমাণ ভালোবাসেন। তাহলে যিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন, সবাই কে রিজিক দান করেন, সবার খেয়াল রাখেন তিনি কিভাবে তাঁর বান্দাকে এমন কুলষিত অবস্থায় একা ছেড়ে দেবেন? তিনি যে করুণাময় পরম দয়ালু। তাই তিনি পাপ করার প্রবৃত্তির সাথে মানুষকে ক্ষমার এক আশ্চর্য প্রদীপ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এটা এমন বিস্ময়কর এক চিরাগ যা ঘষলে মানুষের কালো ময়লা হৃদয় এক নিমিষেই সাফ হয়ে যায়। শয়তানের এতো বছর ধরে করে আসা পরিশ্রম সেকেন্ডে দুমড়েমুচড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। রব্বুল আলামিন তাঁর দয়ায় মানুষ কে আবারো পবিত্র করেদেন। ক্ষমা চাইতে না চাইতেই বান্দার সকল গুনহা মাফ করে দেন।

" **ক্ষমা** " মানব সভ্যতা কে দেয়া গফুর রাহিমের অনেক বড় নিয়ামত। ঈমান আনার পর ক্ষমা নামক এই নিয়ামত মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে কিমতি চিজ। এই নিয়ামতের বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কেউ যদি তার গোটা জীবন গুনাহ দিয়ে ভরিয়ে দেয় এবং জীবনের শেষ সময় এসে মন থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাও

আল্লাহ তাকে মাফ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গুনাহের সমুদ্রে ডুবে গেলেও আল্লাহ হতাশ হতে মানা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন,

قُلۡ يٰعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ

বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। (সুরা যুমার : ৫৩ আয়াত)

কেউ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ করে থাকে আল্লাহ তাকে ছোট্ট মাসুম বাচ্চার ন্যায় পুত পবিত্র করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। হাদীসে এসেছে,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক প্রতিদিন একশ’বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

[মুসলিম ৪৮/১০, হাঃ ২৬৯১, আহমাদ ৮০১৪]

গুনাহের কারণে বান্দা এবং তার স্রষ্টার মধ্যে থাকা সম্পর্কে ফাটল ধরে, মনে জং ধরে যায় এবং ক্ষমার মাধ্যমে সেই একি সম্পর্ক পুনরায় আল্লাহ জোড়া লাগিয়ে দেন, হেদায়েতের এক অদ্ভুত পথ তৈরি করে দেন। যার শুকরিয়া বান্দা আদায় করে শেষ করতে পারবে না।

একমাত্র ক্ষমার মাধ্যমেই কোনো বান্দা আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতির জায়গায় বিচরণ করতে পারবে। যে জায়গা বহু আকাঙ্ক্ষিত, মানুষের আসল ঠিকানা, **"জান্নাত"**। আমাদের জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই চিরস্থায়ী ঠিকানায় যেতে পারা। যার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ক্ষমা। কারণ গুনাহ নিয়ে কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না।

"জান্নাত" এমন এক পবিত্র স্থান যেখানে অপবিত্রতার কোনো জায়গা নেই। আর একমাত্র ক্ষমার মাধ্যমে বান্দা এই পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে অন্যথায় না। এই ক্ষমা মানুষকে পার্থিব জীবনেই অর্জন করে নিতে হবে তানা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবং মৃত্যুর পর বড়ই কঠোর শাস্তির মাধ্যে তাকে যেতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন,

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـــَٔتُهٗ فَاُولٰٓـئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ

তবে হাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা বাকারাহ : আয়াত ৮১)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে এই ক্ষমা বান্দা কিভাবে অর্জন করবে? শুধু মুখে ক্ষমা বলে দিলেই কি সকল গুনাহ বাতাসে মিলিয়ে যাবে নাকি কোনো পন্থা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। উত্তর হলো হ্যা।

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার দুটো পন্থা আছে। এক তাওবা, দুই ইস্তেগফার। এই দুটো মাধ্যমে বান্দা নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

তাওবা অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا تُوۡبُوۡۤا اِلَى اللّٰهِ تَوۡبَةً نَّصُوۡحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمۡ اَنۡ يُّكَفِّرَ عَنۡكُمۡ سَيِّاٰتِكُمۡ وَ يُدۡخِلَكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ يَوۡمَ لَا يُخۡزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ۚ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না।

(সুরা তাহরিম, আয়াত : ৮)

সুতরাং বুঝা গেলো আল্লাহ কুরআনে আল্লাহ তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাওবার মাধ্যমেই মানুষ মুমিন বান্দায় পরিনত হতে পারবে। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় হতে পারবে।

অপর দিকে **ইস্তেগফার** অর্থ হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া। কুরআনে ইস্তেগফার শব্দটি বহু বার এসেছে।

নূহ (আঃ) এর ব্যপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّه كَانَ غَفَّارًا

"(নূহ (আঃ) বললেন) অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল'।"

(সুরা নূহ, আয়াত : ১০)

অপর আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সুরা নিসা , আয়াত: ১০৬)

অর্থাৎ পাপের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নামই ইস্তিগফার। কুরআনের এমন বহু জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন।

তওবা ও ইস্তেগফার এ দুটির মধ্যে অতি সুক্ষ্ম কিছু পার্থক্য আছে। ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা তাওবা বা ফিরে আসার একটি অংশ। তওবা ও ইস্তিগফার আল্লাহ তাআলার অতি পছন্দের একটি ইবাদত। তওবা হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে সম্পাদন করা তা না হলে তওবা কবুল যোগ্য হবে না এবং ইস্তেগফারের জন্য এতো কিছু লাগে না খালেছ দিলে মুখে বললেও হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেছেন,

وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُزِدْكُمْ قوة إلى قوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দান করে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে ফিরে যেয়ো না।

(সূরা হূদ, আয়াত : ৫২)

তওবা কি এবং তওবার শর্তাবলী:

قُلۡ يٰعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ۝

বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

(সুরা যুমার, আয়াত: ৫৩)

তওবার গুরুত্ব এই আয়াতের মাধ্যমে আরো ভালো ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তওবা আল্লাহ তায়ালার দেয়া একজন বান্দার জন্য এ দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় তোফা।

তওবা (توبة) আরবি শব্দ। 'তাবা' থেকে উৎপন্ন এবং আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ অনুশোচনা ও অনুতাপ।

ইমাম গাযালী (রাঃ) 'র মতে তওবার পারিভাষিক অর্থ হলো কোনো পাপ হতে বিরত থাকার এমন প্রতিজ্ঞা করা যা ভবিষ্যতে আর না হয় এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাগমন করা। কিছু প্রখ্যাত সাধকদের মতে তওবা হলো অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকার গুনাহ বর্জন করা।

তওবার প্রাণ হচ্ছে নিজের কৃত পাপের জন্য মন থেকে অনুতপ্ত হওয়া এবং নিজের পূর্বের পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতে সেই পাপ পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। এভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব, তাঁর নৈকট্যের পথ পাওয়া সম্ভব।

আরেক ব্যাখ্যায় এসেছে, তওবা হচ্ছে,

১) এলেম,

২) অনুশোচনা এবং

৩) অতীতের যাবতীয় গোনাহ ও পাপাচার হতে বিরত হওয়া এবং তা পুনরায় না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। এই তিনটির সমষ্টি।

এখানে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রথম ধাপের সাথে দ্বিতীয় ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপের সাথে তৃতীয় ধাপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি অচল।

বান্দা যে তওবা করবে এটার জন্য প্রথমেই যা লাগবে সেটা হলো **এলেম**। গুনাহ যে হচ্ছে সেটা বুঝার জ্ঞান টাই যদি না থাকে তবে কি করে বান্দার হৃদয়ে অনুশোচনাবোধ সৃষ্টি হবে? তাই কোনটা গুনাহ, কোনটা হারাম, আল্লাহ কি জায়েয করেছেন, কি করেননি এ সবটার জ্ঞান আমাদের থাকা লাগবে অন্যথায় আমরা কোনো ভাবেই অনুতাপের ধাপে যেতে পারবো না।

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে একটি হলো।

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আলাক, আয়াত :১)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলা প্রথম শব্দই ছিলো اِقۡرَا অর্থাৎ **পড়** আর মানুষ জ্ঞান অর্জনের মূল উৎসই হচ্ছে পড়া। সুতরাং এর গুরুত্ব আমরা এই একটি আয়াত দ্বারাই তা উপলব্ধি করতে পারি।

এরপর আল্লাহ আরো বলেছেন,

و من الناس من يجادل فى الله بغير علم و يتبع كل شيطن مريدٍ

কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে, আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়ত্বানের অনুসরণ করে।

(সুরা হজ্জ, আয়াত: ৩)

সহীহ জ্ঞান না থাকায় মানুষ যে শয়তানের দাসত্বে নিমজ্জিত হতে পারে এ আয়াত থেকে তার কিঞ্চিত ধারণা আমরা পাই। তাই তওবা করার জন্য অবশ্যই আমাদের প্রথমে এলেম হাসিল করতে হবে।

গুনাহের কারণে বান্দা তার সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহ কে হারিয়ে ফেলবে, এই জ্ঞান যদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে সে যত দ্রুত সম্ভব গুনাহ থেকে বিমুখ হবে এবং তার কঠিন হৃদয় বিগলিত হতে শুরু করবে। তাঁর মধ্যে ঈমানের নূর আসবে এবং সে তৎক্ষণাৎ দৃঢ় মনোবল এর সহীত প্রতিজ্ঞা করবে যে সে আর পূর্বের গুনাহে ফিরে যাবে না। গুনাহের কারণে যে তার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, তার দুনিয়া আখেরাত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেই বুঝ আসবে। সুতরাং ইলম হাসিল করা সবচেয়ে বেশি জরুরি খাঁটি তওবার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে **অনুশোচনা**, গুনাহ যে করেছি এই জ্ঞান মানুষের মনে উদ্ভব হলেই অনুতাপ আসা শুরু হবে। কঠিন অনুতাপে তার হৃদয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তীব্র পশ্চাতাপ তাকে গুনাহের পুনরাবৃত্তি করতে বাধা দিবে। গুনাহের এলেম হওয়ার পর পরই অনুশোচনাবোধ মানুষের মনে বাসা বাঁধবে যদি তা না হয় তবে শুধুই জ্ঞান অর্জন করে কোনো ফায়দা হবে না। ব্যাক্তি গুনাহের মধ্যে আছে তা জেনে ও অনবরত পাপ করতূ থাকা এই জ্ঞান নিয়ে বান্দার কোনো উপকার হবে না যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়। গুনাহ জেনেও সেই গুনাহ থেকে বের হচ্ছি না নিজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই আফসোস নেই তবে সেই এলেমের কি মূল্য? তাই শুধু এলেম নিলে হবে না পাপ করেছি এই এলেম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা লাগবে।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে অমনিই আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জেনে শুনে তারা যে (পাপ) করেছে তা করতে থাকেন না (তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন)। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে পাপ ক্ষমা করতে পারবে?"

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৩৫)

আল্লাহ আরো বলেছেন সুরা হুদের ৫২ নং আয়াতে,

وَ يٰقَوۡمِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবেবর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর অনুশোচনাভরে তাঁর দিকেই ফিরে যাও।

অর্থাৎ আল্লাহ কে স্মরণ করার মাধ্যমে বান্দা গুনাহ সম্পর্কে অবগত হবে এবং তার অপকর্মের উপলব্ধি হবে আর এই উপলব্ধি থেকেই মানুষ তওবা করার প্রেরণা পাবে। মানুষের মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হবে এবং সেই অনুশোচনার ভরে বান্দা তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

পূর্বের সকল গুনাহ ত্যাগ করে পুনরায় তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা তওবার সর্বশেষ ধাপ। এটা তওবার আবশ্যকীয় ধাপ কারণ শুধু উপলব্ধি বা অনুশোচনা করে বসে থাকলে তওবার শর্ত পূরণ হবে না। গুনাহের অনুতাপ হওয়ার সাথে সাথেই কর্মরত গুনাহ ঠিক তখনই ছেড়ে দিয়ে সামনে সেই গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য মনস্থির করতে হবে।

আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেছেন কেউ যদি আল্লাহর নিকট ফিরে আসে আল্লাহর কাছে তাওবা করে তবে তিনি বান্দার পূর্বের সকল গুনাহ সমূহ শুধু ক্ষমাই করবেন না বরং সেই পাপ কে পূণ্যে রুপান্তরিত করে দেবেন।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰہُ سَیِّاٰتِہِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا

তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা ফুরকান: আয়াত ৭০)

উপরের যেই তিনটি ধারাবাহিক কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হলো একেই শরীয়তের পরিভাষায় তওবা বলা হয়। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, বস্তুত: অনুশোচনাই হল তওবা। এলেম এটার **ভূমিকা** এবং গুনাহ ও পাপাচার বর্জন হলো তার **ফলাফল**।

তওবা আসলে কি জিজ্ঞেস করায় হজরত আলী (রা) জবাবে বলেন, তওবার মূলকথা ছয়টি। যথা-

১) অতীত মন্দকর্মের জন্য অনুতপ্ত।

২) যেসব ফরজ-ওয়াজিব তরক হয়ে গেছে তা কাযা করা।

৩) কারোও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায় ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা।

৪) কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকলে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

৫) ভবিষ্যতে সেই গুনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং

৬) নিজেকে যেমন, আল্লাহর নাফরমানি করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। - [মাযহারী]

এই ব্যাখ্যার আলোকে বলা যেতে পারে তওবা হচ্ছে অতীতের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচারের জন্য অন্তর থেকে অনুতাপ সৃষ্টি হওয়া এবং গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করার শর্তে নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়ার নামই হচ্ছে প্রকৃত তওবা। কিছু মুহাদ্দিসগণের মতে তওবা হচ্ছে অনাচারের পোশাক খুলে আনুগত্যের লেবাস পরিধান করা।

তওবার শর্ত :

তওবার বৈশিষ্ট্যে এ দুটি অধিকার বা হক পূর্ণ করা অতিব জরুরি। এক হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক এবং দুই হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।

একটি হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক হচ্ছে শুধু আল্লাহ কেন্দ্রীক রুকুন যেমন ঈমান, সালাত, জাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি।

অপর দিকে **হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক** হচ্ছে পারস্পরিক আর্থিক লেনদেন, আমানত গ্রহণ ও ফেরত, অন্যায় ভাবে কারো জমি বা সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়া, কাউকে খুন করা, চুরি ডাকাতি করা, এমনকি কারোর গিবত গাওয়াও বান্দার হকের মধ্যে পড়ে। আরো আছে, অন্যের মানসম্মান রক্ষা করা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সদাচরণ ইত্যাদি।

তওবার শর্ত হিসেবে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে,

১) অনুতপ্ত হওয়া,

২) গুনাহ থেকে বিরত হওয়া এবং

৩) ভবিষ্যতে গুনাহে লিপ্ত হবো না বলে প্রতিশ্রুতি করা

এই তিনটি কমন যা সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

কিন্তু বান্দার হক এর ক্ষেত্রে এই তিনটির সাথে আরো একটি যোগ হবে সেটা হচ্ছে, কোনো বান্দার অধিকার যদি নষ্ট করা হয় তবে তা ফিরিয়ে দেয়া আর তা সম্ভব না হলে সেই বান্দার নিকট ক্ষমা চাওয়া। তানা হলে তওবা কবুল যোগ্য হবে না। অর্থাৎ শুধু তওবা করে নিলে হবে না যদি কেউ বান্দার হক নষ্ট করে থাকে তবে তা চুকিয়ে দিয়ে তওবা করতে হবে তবেই তওবা সফল হবে।

বান্দার হক নষ্ট সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর হক নষ্ট হলে আল্লাহ চাইলেই মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু কোনো বান্দার হক যদি নষ্ট করা হয় তাহলে সে বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত গুনাহ মাফ হবে না। তাই আমাদের উচিত বান্দার হক কি কি সে সম্পর্কে ধারণা রাখা এবং তা যেন আমার দ্বারা নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। তানা হলে হাশরের ময়দানে এর কঠিনতম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অনেক আংশে কিছু কিছু গুনাহের ক্ষেত্রে আমরা জানিই না যে তা গুনাহ বা বান্দার হক নষ্ট করছি এর জন্যই এই এলেম রাখাটা খুব জরুরি।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার হক আদায় করার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

وَ لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَیۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَ تُدۡلُوۡا بِهَاۤ اِلَی الۡحُكَّامِ لِتَاۡكُلُوۡا فَرِیۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۠

‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের কাছে পেশ কোরো না।’

(সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন,

'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোনো টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে সালাত-সিয়াম-জাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সঙ্গে ওই সব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো ওপর অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ওই সব পাওনাদারকে ওই ব্যক্তির নেকি থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তখন ওই সব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির ওপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'(মুসলিম, হাদিস : ৫৮১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন বান্দার হক / অধিকার নষ্ট করার পরিনতি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন,

" مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك" ٍ

"যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম ওয়াজিব করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! অতি সামান্য বস্তু হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আরাক (বাবলা গাছের মত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে*। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫২. ইসলামিক সেন্টারঃ ২৬১)

অতএব মানুষের অধিকার নষ্ট করার ব্যাপারে আমরা যেন সতর্ক থাকি। আর যদি মূর্খতার কারণে এমন অন্যায় হয়েও যায় তবে যেন বান্দার হক ফিরিয়ে দিয়ে কিংবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আল্লাহর দরবারে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হই তওবা করি এবং ভবিষ্যতে এরূপ জঘন্য গুনাহ আর করবো না বলে দৃঢ় মনোবল গড়ে তুলি। তবেই আশা রাখা যায় যে, ইন শা আল্লাহ মহান রব আমাদের তওবা কবুল করে নেবেন।

তাওবা করার নিয়ম:

তওবা করার উত্তম পন্থা হচ্ছে তওবার নামাজ পড়া।

গোনাহ হয়ে গেলে তওবার নিয়তে নামাজ পড়াকে **তওবার নামাজ** বলে। গোনাহ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ নামাজ পড়া উচিত। বিগত জীবনের গোনাহ থেকে তওবার নিয়তেও তা পড়া যায়।

বিজ্ঞ আলেমদের মতে, তওবার নামাজ পড়া মুস্তাহাব। কারণ বিভিন্ন হাদিসে তওবার নামাজের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম তওবার নামাজ পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হজরত আসমা ইবনুল হাকাম (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি হজরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হজরত আবু বকর (রা.) আমাকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন,

আমি হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন কোনো বান্দা কোনো ধরনের গোনাহ করে উত্তমরূপে অজু করে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।'

-আবু দাউদ : **১৫২১**

আমাদের উচিত, কখনও কোনো গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব মহান আল্লাহর কাছে তওবা করা। এর একটি উত্তম পদ্ধতি হলো, উত্তমরূপে অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তওবা করা।

এখানে একটু কথা আছে সেটা হলো, আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত মেনে তওবার সালাত আদায় করে নিলে হবে। কিন্তু গুনাহ যদি ইচ্ছাকৃত সাওম ছাড়ার বিষয়ে হয় তবে অবশ্যই তওবা করার সাথে সাওমের কাফফারাও দেয়া লাগবে। এবং তার নিয়ম হলো এমন, যে কোনো ব্যাক্তি যদি মুসলিম অবস্থায় জেনে বুঝে সাওম ছাড়ে তাহলে প্রতি এক রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিন কে খাওয়ানো ওয়াজিব। এতে যদি কয়েক মাসের রোজা বাকি থেকে থাকে তাও সেটা আদায় করতে হবে। শুধু তওবা করলে হবে না।

আর একটি হলো সালাত তরক করলে এর কাজা আদায় করে অতঃপর তওবা করা। তবে এ ব্যাপারে কিছু দ্বিমত আছে।

কেউ কেউ বলেছেন নামায পরিত্যাগ করলে এর কাজা আদায় করতে হবে না। কেননা এর সময় পার হয়ে গেছে এবং তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এর ঘাটতি পূরণ করতে হবে বেশী বেশী তাওবা, ইস্তেগফার পাঠ করে, বেশী বেশী নফল নামায আদায় করে, আশা করা যায় যে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন ফরজে ঘাটতি থাকলে তা সুন্নাত দিয়ে পূরণ করা হবে আর সুন্নাতে গাফলতি হলে নফল দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হবে। তাই অনেকে বলেছেন বেশি বেশি নফল নামাজ আদায় করতে।

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ: أُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا». رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামাজ। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামাজ) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, ‘দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে?’ অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে।

[আবু দাউদ ৮৬৪, তিরমিযি ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ইবন মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬, আহমদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, দারেমি ১৩৫৫]

অপর দিকে তাকি উসমানি এবং আরো বড় বড় আলেমের মতে নামাজ আদায় করে নেওয়াই উত্তম এবং সাথে তওবা করতে থাকা। তাহলে ঝুঁকিমুক্ত থাকা গেলো। যেহেতু সবার প্রথম নামাজের হিসেব নেয়া হবে তাই সচেতন থাকা উচিত।

এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে পূর্বের যে ওয়াক্ত কাযা হয়েছে সেটা বর্তমান ওয়াক্তের সাথে পড়ে ফেলা।

যেমন, কারোর যদি অমুক তারিখের অমুক দিনে জহরের সালাত তরক হয়েছিলো তাহলে আজকে জহরের সালাত আদায় করবে সাথে পূর্বের সেই জহরের ওয়াক্তের ফরজটুকু পড়ে নিলেই হবে ইন শা আল্লাহ।

এ ছিলো আল্লাহর হকের তওবা করার পদ্ধতি। এবার আসি বান্দার হকের ক্ষেত্রে করণীয়।

বান্দার হকের ব্যাপারে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, আমাদের উচিত হবে বান্দার হক ফিরিয়ে দিয়ে দু রাকাত তওবার সালাত আদায় করে নেয়া ইন শা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

তওবার উপকারীতা:

তওবা করলে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে ফায়দা হাসিল করা সম্ভব। এ সম্পর্কে পূর্বে বিভিন্ন হাদীস ও আয়াত তুলে ধরা হয়েছে। এখন তাওবার কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হলো,

১) সফলতা অর্জন :

মানুষ পৃথিবীতে একটাই অর্থ খুঁজে কিভাবে সে সফল হবে। সবাই শুধু বস্তুবাদী হয়ে সফলতার পেছনে দৌড়াতে থাকে। যার যত টাকা, যার যত বড় বাড়ি, যত বড় গাড়ি সেই সবচেয়ে সফল অস্থায়ী এই জগতে। অথচ আল্লাহ কুরআনে খুব সুন্দর করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে সফলতা আসলে কিসের মধ্যে নিহিত। সফল হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহ আমাদের সফলকাম হওয়ার পন্থা বলে দিয়েছেন।

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১)

২) বৃষ্টি নেমে আসে:

فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا

অতঃপর বলেছি, ‘তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল

(সুরা নূহ, আয়াত: ১০)

يُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا

‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন।

(সুরা নূহ, আয়াত: ১১)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় অনাবৃষ্টির হলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

৩) আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়:

তাওবা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক নবায়ন এবং সুদৃঢ়করণের নাম। আল্লাহ তওবার মাধ্যমে বান্দার সাথে ভাঙ্গা সম্পর্ক জোড়া লাগান। এবং পূর্বের থেকেও বেশি মজবুত করে দেন এই সম্পর্ক।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيۡنَ وَ يُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِيۡنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বেশি বেশি তাওবাকারীকে ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: আয়াত ২২২)

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের খুব ভালোবাসেন। বান্দা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বার বার গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে তাও মহান রাব্বুল আলামীন তার জন্য তওবার দরজা বন্ধ করেন না। সাথে সাথে কোন শাস্তি দেনা না। বরং অপেক্ষা করেন বান্দার ফিরে আসার। বান্দাকে বদলানোর সুযোগ দিতে থাকেন, তার ঘরে ফেরার অপেক্ষা করেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

'বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানববই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, নেই। সে তাকেও হত্যা করল এবং বার বার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও, অমুককে জিজ্ঞেস কর। এসময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় বক্ষকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা দল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ। মেপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭; বাংলা মিশকাত হা/২২১৯)।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন অপরাধী আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে, তাকে ক্ষমা করা হবে। এই লোকটি তওবা করার সুযোগ পায়নি, ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল মাত্র। তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ বান্দাকে কি পরিমাণ ভালোবাসলে এরুপটা করতে পারেন।

আমরা মানুষের পেছনে ছুটি অথচ হাজারটা ভালো করেও মানুষের কাছে যদি একবার আপনার কোনো ত্রুটি ধরা পরে সে আপনাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের রব তো আল-গাফফার, আর-রহমান, আর- রাহিম অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াময় দয়ালু। তিনি কিভাবে তার বান্দাকে ফিরেয়ে দিতে পারেন তাই না? আল্লাহ এই ব্যাক্তি কে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদের সামনে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। এত বড় অপরাধী যে এত গুলো খুন করেছে যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে কৌশলে ক্ষমা করেন, তাহলে আমাদের কেন ক্ষমা করবেন না। আমরা খালেছ অন্তরে তওবা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বরং আমরা ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে কৌশলে ক্ষমা করে দিবেন।

৪) জান্নাত লাভ:

মানুষের গুনাহের কারণে মানুষকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। গুনাহ বান্দার অন্তরকে অপবিত্র করে দেয়। এবং এই অপবিত্রতা পবিত্রতায় পরিণত হবে কেবল দহনে। হয় সে মানুষকে দুনিয়ায় অনুতাপের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে পবিত্রতার উচ্চতায় নিয়ে যাবে আর না হয় কবরের আজাব কিংবা জাহান্নামের আগুনে সে গুনাহ গুলোকে পুড়াবে। কিন্তু এই অন্তর কে পুড়তে হবেই কারণ অপবিত্রতা নিয়ে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো না।

মহান আল্লাহ তাঁর তাওবাকারী বান্দাদের তাওবার বিনিময়ে জান্নাত দান করার ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰهِ تَوۡبَۃً نَّصُوۡحًا ؕ عَسٰی رَبُّكُمۡ اَنۡ یُّكَفِّرَ عَنۡكُمۡ سَیِّاٰتِكُمۡ وَ یُدۡخِلَكُمۡ
جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ یَوۡمَ لَا یُخۡزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ ۚ نُوۡرُهُمۡ یَسۡعٰی
بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ بِاَیۡمَانِهِمۡ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَتۡمِمۡ لَنَا نُوۡرَنَا وَ اغۡفِرۡ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ۝

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।'

(সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৮)

৫) দুশ্চিন্তা দূর হয় :

তাওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা দুশ্চিন্তা দূর হয়, বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং রিজিক বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।

(আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৮)

৬) ধনসম্পদে বরকত হয়:

তাওবার পার্থিব উপকারিতার মধ্যে একটি হচ্ছে রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ ধনসম্পদ বরকত হওয়া, সন্তান সন্ততি লাভ করা।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেছেন,

فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ؕ اِنَّہٗ کَانَ غَفَّارًا١٠ۙ
یُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَیۡکُمۡ مِّدۡرَارًا ١١ۙ
وَّ یُمۡدِدۡکُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّ بَنِیۡنَ وَ یَجۡعَلۡ لَّکُمۡ جَنّٰتٍ وَّ یَجۡعَلۡ لَّکُمۡ اَنۡہٰرًا ١٢ؕ

'তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে। আর তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।'

(সুরা : নুহ, আয়াত : ১০-১২)

এছাড়াও আরো কিছু পার্থিব ও পরকালীন উপকার লাভ হয় তা নিম্নরূপ-

১. পৃথিবীতে সুখী, সমৃদ্ধ-সচ্ছল জীবন নসিব হয়।

২. শক্তি বৃদ্ধি পায়

৩. প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় ।

৪. প্রচুর শষ্য ও ফল মূল উৎপন্ন হয় ।

৫. কঠিন সমস্যা দূর হয় ।

৬. অকল্পনীয় স্থান হতে রিজিকের ব্যবস্থা হয়।

৭. সামাজিক মর্যাদা লাভ হয় ইত্যাদি ।

৮. তওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায় ।

৯. আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে ।

১০. আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র হয় ইত্যাদি।

তাওবার ফজিলত:

اِنَّمَا التَّوۡبَۃُ عَلَی اللّٰہِ لِلَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ السُّوۡٓءَ بِجَہَالَۃٍ ثُمَّ یَتُوۡبُوۡنَ مِنۡ قَرِیۡبٍ فَاُولٰٓئِکَ یَتُوۡبُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا

আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভূলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ।

(সুরা নিসা আয়াত: ১৭)

তওবার সবচেয়ে বড় ফজিলত হচ্ছে তওবার মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহ বান্দার সকল গুনাহ মোচন করে দেন। মানুষ শত শত গুনাহ করার পর যখন আল্লাহর দরবারে এক

ফোঁটা অশ্রু নিয়ে হাজির হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ এক নিমিষেই সকল গুনাহ মাফ করে দেন। ছোট-বড় সমস্ত পাপ থেকে তাওবাহ্ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তার বান্দাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেন। বান্দার সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তওবার মাধ্যমে।

তাওবা করলে মহান আল্লাহ তাঁর গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন،

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবূল করেন এবং পাপসমূহ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা জানেন।"

(সূরা আশ্ শূরা, আয়াত: ২৫)

তাওবাকারী তাওবা করার পর এমন অবস্থায় পৌঁছে যেন সে কোন গুনাহই করেনি অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে তাওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"গুনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহই নেই।"

[সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫০; শু‘আবুল ঈমান : ৭১৯৬, সহীহুত তারগীব : ৩১৪৫, হাদীসটি হাসান।]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

وَيَتُوبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

"আর যে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করেন।"

[সহীহুল বুখারী : ৬৪৩৪,৬৪৩৯; সহীহ মুসলিম২৪৬২।]

তিনি আরো বলেছেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَه بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَه بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তাওবাহ্ করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তাওবাহ্ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।"

(সহীহ মুসলিম : ৭১৬৫)

তাওবাকারী বান্দা সফল বান্দা। বান্দা তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন। কোন বান্দা গুনাহ করার পর তাওবাহ্ করলে আল্লাহ কতটা আনন্দিত হন তার উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيرِه وَقَدْ أَضَلَّه فِي أَرْضِ فَلَاةٍ

"আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার তাওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়।" [সহীহুল বুখারী : ৬৩০৯; সহীহ মুসলিম : ৭১২৮]

সহীহ মুসলিম-এর অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِه حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِه بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُه فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِه فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَه فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ.أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবায় যখন সে তাওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হন, যে তার বাহন (উট)-এর উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানিয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি (উটটি) হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশির চোটে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আর আমি তোমার রব!' সীমাহীন খুশির কারণে সে ভুল করে ফেলে।"

[সহীহ মুসলিম : ৭১৩৬]

উল্লেখ্য, এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনীয়।

তাওবাহ্ আল্লাহর রহমতের অংশ। বান্দা গুনাহ করলে আল্লাহ তাঁর রহমতের কারণে বান্দাকে মাফ করে দেন। তবে তার জন্য বান্দাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। শুধু তাওবা-ই নয়, তাওবার পর সৎ আমলের উপরে অটল থাকতে হবে, তাহলেই আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে দিবেন। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম'। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবাহ্ করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা আল আন্'আম আয়াত : ৫৪)

তওবার সময়সীমা:

তওবা করার হুকুম হলো যত দ্রুত সম্ভব তওবা করে নেয়া। গুনাহ করেছি এই উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথেই অনতিবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া। সাধারণত তওবার দরজা বান্দার জন্য সর্বদায় খুলা থাকে একেবারে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ْإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرِ

"আল্লাহ্ তাআলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর গড়্গড়ানী শুরু হয়" ।[তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাওবা]

তবে মানুষ যদি এমন মনে করে যে সে তার পাপগুলো জমিয়ে রাখবে আর শেষ সময়ে খাঁটি তওবা করে পরিত্রাণ পাবে তবে এটি সবচেয়ে অপছন্দনীয় তওবা এবং এ ক্ষেত্রে তওবা কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা টাই বেশী। আর এই কাজের তো কোনো গ্যারান্টিও নেই। পরে পরে করে যদি আপনি মারা যান? মৃত্যু যেকোনো সময় আসতে পারে একমাত্র আল্লাহ জানেন সেটা।

কেউ জানে না তার শেষ সময় কেমন হবে। মানুষ জানে না আদৌও ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ তার হবে কি না।

আল্লাহ মানুষের নিয়ত যেমন হয় তেমনি বরকত দিয়ে থাকেন। কেউ যদি আল্লাহর সাথে চালাকি করার চিন্তা করে তবে তিনি তাকে তাদের সেই ছলচাতুরি তেই উল্টো নাকানিচোবানি দেবেন।

আল্লাহ বলেছেন,

وَ قَدۡ مَکَرَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلِلّٰهِ الۡمَکۡرُ جَمِیۡعًا ؕ یَعۡلَمُ مَا تَکۡسِبُ کُلُّ نَفۡسٍ ؕ وَ سَیَعۡلَمُ الۡکُفّٰرُ لِمَنۡ عُقۡبَی الدَّارِ

তাদের আগে যারা ছিল, তারাও চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু সব চক্রান্ত আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তিনি তা জানেন। অবিশ্বাসীরা শিগগিরই জানতে পারবে শুভ পরিণাম কার জন্য।

(সুরা রদ, আয়াত: ৪২)

তিন মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার বান্দার তওবা কবুল করেন। কিন্তু এরপর আর তওবা কবুল করা হয় না। সেই তিন মুহূর্ত হলো-

১) মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত।

মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পর তওবা কবুল হয় না। কারণ অদৃশ্য জগতকে না দেখে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। সুতরাং কেউ যদি মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখে তার পরকালের প্রতি ঈমান এমনিতেই আসবে তাই তখন তওবা করেও কোনো ফায়দা হবে না।

وَ لَیۡسَتِ التَّوۡبَۃُ لِلَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ السَّیِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤی اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ اِنِّیۡ تُبۡتُ الۡـٰٔنَ وَ لَا الَّذِیۡنَ یَمُوۡتُوۡنَ وَ هُمۡ کُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِکَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿۱۸﴾

"আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই, যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলেঃ নিশ্চয়ই আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। (সূরা নিসাঃ ১৮)

২) আজাব চলে আসার আগ পর্যন্ত।

فَلَمَّا رَاَوۡا بَاۡسَنَا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَحۡدَہٗ وَ کَفَرۡنَا بِمَا کُنَّا بِہٖ مُشۡرِکِیۡنَ ﴿۸۴﴾ فَلَمۡ یَکُ یَنۡفَعُہُمۡ اِیۡمَانُہُمۡ لَمَّا رَاَوۡا بَاۡسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰہِ الَّتِیۡ قَدۡ خَلَتۡ فِیۡ عِبَادِہٖ ۚ وَ خَسِرَ ہُنَالِکَ الۡکٰفِرُوۡنَ ۠

"তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললোঃ আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান কোন উপকারে আসলোনা যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ তাআলার এ নীতি পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেখানে কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়"। (সূরা গাফির, আয়াত: ৮৪-৮৫)

৩) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

" তওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হয়।"

(সুনান আবূ দাউদ: ২৪৭৯)

পূর্ববর্তী যামানার কিছু আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর ঈমান ও তাওবা কবূল না হওয়ার কারণ এই যে, তখন অন্তরে ভয় ঢুকে যাবে, পাপ কাজ করার আশা-আকাঙ্খা মিটে যাবে এবং শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় সকল মানুষ মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে। তাই পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবূল হবেনা। যেমন মালকুল মাওতকে দেখে তাওবা করলে কারো তাওবা কবূল হয়না।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৭/ ১৪৬)

তওবা কবুলের আলামত:

তাওবাহ্ কবূল হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপার। মানুষ সবসময় ভুল করে বসে। শয়তানের ধোকায় পড়ে প্রতিনিয়ত গুনাহের কাজে ধাবিত হয়। গুনাহ হয়ে গেলে মানুষের উচিত পাপ না জমিয়ে তাৎক্ষণিক তওবা করে নেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اِنِّیۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰی٨٢﴿

আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতঃপর সৎ পথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (সূরা ত্বহা, আয়াত, ৮২)

এ আয়াত থেকে আমরা ধারণা পায় যে তওবা কবুলের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। মানুষ ভুল করার পর তওবা করবে এবং তওবার পর নিজেকে শুধরাবে। তওবার পর বেশি বেশি সৎকাজ করার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আর এক বর্ণনায় এসেছে বান্দা যদি গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করে তবে বুঝতে হবে তার তওবা কবুল হয়েছে।

হযরত আল্লামা ইবনে কুদামা মুকাদ্দেসী (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন যে গুনাহের উল্লেখ বা স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও অন্তর যদি তা থেকে বিন্দুমাত্র স্বাদ বা মজা গ্রহণ না করে, তবে বুঝতে হবে প্রকৃত অর্থেই তওবা সম্পন্ন হয়েছে।

হযরত জুনাইদ (রা) বলেন: গুনাহের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়াই হলো তওবার বড় আলামত। গুনাহের কথা ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, গুনাহ সম্বন্ধে বেখবর হয়ে থাকা, তওবা না করা বরং এর অর্থ হলো গুনাহের পর আল্লাহর জিকির ও তওবা-ইস্তেগফার এত বেশি করা যে, এক পর্যায়ে সে নিজের গুনাহের কথাই ভুলে যায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ হতে সৃষ্টি হয়। আল্লাহপাক যখন কোনো বান্দার তওবা কবুল করে নেন, তখন তার কৃত কর্মের কথা ভুলিয়ে দেন।

মাদরাযুস সালেফীন গ্রন্থে তওবার আরও কিছু আলামত বর্ণিত হয়েছে। যথা—

১. তওবার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা হতে উত্তম ও ভালো হওয়া।

২. সর্বদা তার অন্তরে আল্লহ ভীতি জাগরুক থাকা, একটি মুহূর্তেও আল্লাহর ভয় হতে অন্তর খালি না হওয়া।

৩. অনুশোচনা ও ভয়ে অন্তর চৌচির ও ক্ষত -বিক্ষত হওয়া।

৪. সর্বদা নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী মনে হওয়া।

৫. ভারাক্রান্ত হৃদয়, চেহারা মলিন হওয়া ও অশ্রুসজল নয়ন হওয়া।

আলহামদুলিল্লাহ আমরা তওবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। আল্লাহ আমাদের খাঁটি তওবা করার তৌফিক দিন।

ইস্তেগফার:

ইস্তেগফার শব্দের অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া, লুকিয়ে রাখা বা আবৃত রাখা, মুক্ত করা ইত্যাদি।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজ গুনাহ ও পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নামই হচ্ছে ইস্তেগফার। নিজের কৃতকর্মের জন্য গাফুরুর রাহীম এর নিকট এভাবে ইস্তেগফার করা যেন তিনি সকল সকল গুনাহ মাফ করেদেন এবং গুনাহের কারণে শাস্তির সম্মুখীন না করেন। কোনো রকম লাঞ্ছনা ছাড়াই তিনি সকল গুনাহ মুছে ফেলেন। এই ক্ষমা চাওয়াটা কখনো কথায় হতে পারে কখনো কাজের মাধ্যমে। মুখে আল্লাহর কাছে দুয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, ইস্তেগফারের যিকির করা এরুপও হতে পারে আবার বেশি বেশি সৎ কাজ করা, নফল নামাজ আদায় করা, সাদকা দেয়া, গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এগুলোও ইস্তেগফারের অংশ।

তবে অনেক আলেমদের মতে মুখে শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বলা আর মন থেকে নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত না হওয়া এটি প্রকৃত ইস্তেগফার নয়। মোট কথা মনের গহীন থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এই উপলব্ধির সাথে ইস্তেগফার করা।

কেউ কেউ ইস্তেগফার অর্থ কারো কোনো গুনাহ ঢেকে রাখা বা লুকিয়ে রাখাও বলেছেন।

وَ اِنۡ تَعۡفُوۡا وَ تَصۡفَحُوۡا وَ تَغۡفِرُوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۴﴾

"তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করো ও লুকিয়ে রাখো, তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু " (সুরা তাগাবুন, আয়াত: ১৪)

ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার পাপ সমূহ দুনিয়াতে ঢেকে দেন, পরকালে পাপের শাস্তি মাফ করে দেন। ইস্তেগফারের মাধ্যমে বান্দার গুনাহসমূহ এমন ভাবে মুছে দেন, যেন তার কোন গুনাহই ছিল না। এমন কি পাপের সামান্য দাগও আর তার আমলনামায় অবশিষ্ট থাকে না।

আবু যার গিফারী রাশিয়ারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলায়হি ইরশাদ করেন,

يا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ

“হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই তোমরা দিন-রাত গুনাহ্ করে যাচ্ছো। আর আমি হচ্ছি তোমাদের গুনাগুলোর একান্ত ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো”।

(মুসলিম, হাদীস ২৭৪৯)

হাদীসটি মানুষের মাঝে স্বভাবগত ভাবেই গুনাহ্ বা অপরাধ প্রবণতা রয়েছে বলে প্রমাণ করে। তাই সে নিজ গুনাগুলো মুছে ফেলার জন্য সর্বদা ইস্তিগফার করতে থাকবে, এর মাঝেই বান্দার সফলতা নিহিত।

এই হাদীস নিয়ে আল্লামাহ্ ইবনু রজাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: হাদীসটি এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতের যে-কোনো কল্যাণ অর্জন ও যে-কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একান্তভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। বান্দা নিজস্বভাবে নিজের কোনো লাভ-ক্ষতিরই মালিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ দয়ায় কাউকে হিদায়াত কিংবা রিযক না দেন, তা হলে সে দুনিয়াতে অবশ্যই তা থেকে বঞ্চিত হবে। তেমনিভাবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় তার গুনাগুলো ক্ষমা করে না দিবেন, পরকালে তা অবশ্যই তার ধ্বংসেরই কারণ হবে।'

(জামি'উল-উলুমি ওয়াল-'হিকাম ২/৩৭-৩৮)

একজন ইস্তেগফারকারির আচরণ কেমন হবে:

প্রথমেই তার মধ্যে গুনাহ যে করছি তার বুঝ থাকতে হবে। তাকে স্বীকার করতে হবে যে তার দ্বারা গুনাহ হয়েছে। অন্যথায় তা অহংবোধ এ রুপান্তরিত হবে। পাপ করেও পাপের অনুভুতি যদি না থাকে বা পাপা কে পাপ না মনে করে তবে তার মধ্যে কখনোই অনুতাপ সৃষ্টি হবে না। এবং অনুতাপ সৃষ্টি না হলে ক্ষমা চাওয়ার মনভাব ও আসবে না। তাইতো একজন গুনাগার ব্যক্তি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে কান্নায় ভেঙ্গে পরে, কষ্ট পায়, আল্লাহর কাছে নিজের অপারগতা স্বীকার করে, নিজেকে পুরোপুরি ভাবে তার স্রষ্টার কাছে নিমজ্জিত করে সেজদায় পড়ে থাকে যেন দয়াময় তাকে মাফ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা মুসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন: তিনি একদা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেন:

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ ظَلَمۡتُ نَفۡسِیۡ فَاغۡفِرۡ لِیۡ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ﴿۱۶﴾

সে বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের প্রতি যুলম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন’। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সুরা কাসাস, আয়াত: ১৬)

অর্থাৎ নিজের অধীনতা, দীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে একান্তে চিত্রে অশ্রুসিক্ত নয়নে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে ইস্তেগফার করতে হবে। একজন ক্ষমা প্রার্থনাকারর আচরণ বিনয়ী হতে হবে।

একজন ইস্তেগফারকারি ব্যাক্তি সর্বদা নিজের দোষ ত্রুটি খুঁজতে ব্যস্ত থাকবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে নিজেকে অন্যের চেয়ে কম মনে করবে। তার মধ্যে মানুষকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকবে। অন্যের দোষ ত্রুটি ঢেকে ফেলার স্বভাব বিরাজ করবে।

বান্দাহ নিজের গুনাহ নিয়ে এতোটাই দুঃখিত এবং লজ্জিত থাকবে যে অন্য কারোর দোষ ধরা এটি তার কাছে খুবই জঘন্য কাজ মনে হবে। কারোর খারাপ কিছু সামনে আসলে তার প্রথমেই মনে হবে যে, সে তো নিজেই পাপমুক্ত না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন কি না, তার নিজের কি পরিণতি হবে তার কোনো ঠিক নেই, তবে সে কোন সাহসে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করবে।

নবী রাসুল গনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার

শিক্ষা দিয়েছেন, নূহ (আলাইহি সালাম) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِىۡ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنۡ دَخَلَ بَيۡتِىَ مُؤۡمِنًا وَّ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ
الظّٰلِمِيۡنَ اِلَّا تَبَارًا۲۸﴿

"হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।"

(সূরা নূহ, আয়াত:২৮)

ইব্রাহিম (আলাইহি সালাম) এর কথা কুরআনুল কারিমে আল্লাহ উল্লেখ বলেছেন,

رَبِّ اِنَّہُنَّ اَضۡلَلۡنَ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنۡ تَبِعَنِىۡ فَاِنَّہٗ مِنِّىۡ ۚ وَ مَنۡ عَصَانِىۡ فَاِنَّکَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡم٣٦﴿ ﴾

"হে আমার রব, তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাই যারা আমার অনুসরণ করবে তারা আমার দলভুক্ত, আর যারা আমার অবাধ্য হবে (তাদের ব্যাপারে) আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

(সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৬)

اِنۡ تُعَذِّبۡہُمۡ فَاِنَّہُمۡ عِبَادُکَ ۚ وَ اِنۡ تَغۡفِرۡ لَہُمۡ فَاِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡم١١٨﴿ ﴾

আর ঈসা (আ.) বলেছেন, আপনি তাদের আজাব দিলে তারা আপনার বান্দা, আর ক্ষমা করলে আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

(সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮)

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতদের জন্য এতটাই চিন্তা করতেন যে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর উম্মতদের মুক্তির জন্য সবসময় কান্নাকাটি করতেন।

একদা তিনি তার দুই হাত তুলে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত! আমার উম্মত!' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিবরাইল, মুহাম্মদের (সা:) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আপনি কাঁদছেন কেন?' মহান আল্লাহ সব কিছুই অবগত আছেন। জিবরাইল (আ.) এসে জিজ্ঞাসা করল।

রাসুল (সাঃ) তাকে নিজের কথা বললেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে জিবরাইল, তুমি মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে গিয়ে বলো, 'আমি শিগগিরই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আমি আপনাকে কষ্ট দেব না'।" (মুসলিম, হাদিস : ২০২)

সুবহানাল্লাহ! আমরা কি পরিমাণ ভাগ্যবান এমন রাসূলের উম্মাত হয়ে। আল্লাহ আমাদের নবী (সাঃ) এর উত্তম উম্মাত হওয়ার তৌফিক দিন। উপরোক্ত সকল দলিল থেকে আমার এটাও প্রমাণ পেলাম যে মহান আল্লাহর নিকট আমরা শুধু নিজেদের জন্য না অন্যের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

ইস্তেগফারের বিধান:

ইস্তিগফার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য ইবাদাতগুলোর মধ্যে একটি। সেটা নিজের জন্য করা হোক কিংবা অন্যের জন্য। স্বাভাবিকভাবে ইস্তিগফার মুস্তাহাব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু"।

(সূরা মুয্যাম্মিল : ২০)

এই আয়াতে ইস্তিগফারের নির্দেশ থেকে তা মুস্তাহাব হওয়াই বুঝতে হবে। কারণ ইস্তিগফার অনেক সময় গুনাহ্ ছাড়াও হতে পারে। কেউ নিজের জন্য যেমন ইস্তিগফার করতে পারে তেমনিভাবে অন্যের জন্য ও করতে পারে যেমন নিজ মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, পূর্ববর্তী মুমিন-মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য।

তবে ইস্তিগফার কখনো ওয়াজিবও হতে পারে। যেমন- গুনাহ্ করার পর ইস্তিগফার। তেমনিভাবে যার গীবত বা দোষ অন্যের সম্মুখে চর্চা করা হয়েছে তার জন্য ইস্তিগফার। আবার ইস্তিগফার কখনো কখনো মাকরূহও হতে পারে। যেমন- সদ্য মৃত কোনো ব্যক্তির লাশের পাশে বসে তার জন্য ইস্তিগফার করা। যা নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম

কখনোই করেন নি। তবে কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তার জানাযার নামাযে অথবা দাফন শেষে ইস্তিগফার করা যেতে পারে।

আবার কখনো কখনো ইস্তিগফার হারামও হতে পারে। যেমন- কোনো কাফিরের জন্য ইস্তিগফার। যদিও সে ইস্তিগফারকারীর নিকটাত্মীরও হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ِ

নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।

(সুরা ইব্রাহিম আয়াত: **১১৩**)

আমাদের মনে আসতে পারে যে ইব্রাহিম (আ) তো তাঁর বাবার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। এর জবাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরের আয়াতেই জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন,

وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।

(সুরা ইব্রাহিম আয়াত: ১১৪)

ইস্তেগফারের প্রয়োজনীয়তা ও ফজিলত:

ইস্তেগফার একজন মুসলিমের জন্য তার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দা গুনাহের কারণে নেক আমল থেকে দূরে সরে যায়। রবের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়। বান্দা ঈমানী স্বাদ পায় না, আমলে মন বসে না দুঃখ কষ্টে হতাশায় যেন জীবন ধুলিময় রেগিস্তানে পরিণত হয়। বান্দা স্বস্তির নিঃশ্বাস খুঁজতে এদিকে সেদিক ছুটে বেড়ায়।

বান্দার নিকট দেয়া তার সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে সুন্দর উপহার হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যার শিক্ষা নবী রাসুল গণের মাধ্যমে বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ সুরা নাসরের (আয়াত:৩) বলেছেন,

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِرۡہُ ؕؔ اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا

তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

একজন বান্দার জন্য ইস্তেগফারের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল, নানান ত্রুটি বিচ্যুতি দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। আর ভুল হয়ে গেলে ইস্তেগফার করা তথা ক্ষমা চাওয়া একজন মুমিন বান্দার আবশ্যিক। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ" ◌ٍ

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা্ করো। কেননা আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন একশ’ বার তওবা করে থাকি।

(সহিহ মুসলিম : ২৭০২)

তাই আমাদের নিজেদের গুনাহ মাফ করাতে দৈনিক ইস্তেগফার করার বিকল্প নেই।

ইস্তেগফারের ফজিলত অনেক। ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার কল্যাণ ও বরকত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করে আল্লাহ তায়ালা তার সব সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সব পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে

এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস, ১৫১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ মুত্তাকি বান্দাদের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

যারা শেষ রাতে ইস্তিগফারকারী।

(সূরা আলি 'ইমরান : ১৭)

তিনি আরো বলেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আর তারা শেষ রাতে ইস্তিগফার করে"।

(সূরা আয-যারিয়াত : ১৮)

ইস্তিগফারকে এখানে শেষ রাতের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। কারণ সে সময়টি দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন আরামের ঘুম ত্যাগ করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য একান্তে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং তাঁকে ডাকা এটি খুবই কষ্টকর। উক্ত সময়ে যে কারো মন খুবই পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তখন প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন,

"هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَه" ُ

এমন কোনো ইস্তিগফারকারী আছে কি? সে ইস্তিগফার করবে। আর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"।

(মুসলিম, হাদীস ৭৫৮)

অর্থাৎ কেউ যদি মন থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাকে তার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে সামিল করে নিবেন। এবং শেষ রাতটা এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। মুত্তাকিদের মধ্যে সামিল করেবেন আল্লাহ এমন বান্দা কে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِىْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِىْ أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِى ْ

"নিশ্চয় শয়তান বলেছে, 'হে আমার রব! আপনার ইয্যতের ক্বসম! আমি আপনার বান্দাদেরকে অবিরামভাবে পথভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে প্রাণ থাকবে।' (শয়তানের এই কথার উত্তরে) রব বলেছেন, 'আর আমার ইয্যত ও উচ্চ মর্যাদার ক্বসম! আমি অবিরামভাবে তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব' যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'

[মুসনাদ আহমাদ : **১১২৩৭**; মুসতাদরাক হাকীম : ৭৬৭২, হাদীসটি সহীহ, আস-সিলসিলা আস্ সহীহাহ্ : ১০৪।]

সুবহানাল্লাহ! বান্দার জন্য এর চাইতে বড় ফজিলত আর কি হতে পারে,

ইস্তেগফারের কারণে বান্দা আল্লাহ বান্দার প্রতি খুশি হন সন্তুষ্ট থাকেন আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা মানেই হলো জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারা।

ইস্তেগফারের উপকারীতা:

আল্লার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যাক্তি হলো সে যে তার গুনাহের জন্য প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারে নিজের জিহ্বা ভিজিয়ে রাখে। ক্ষমা প্রার্থনা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত বেশী খুশী হন না। নিম্নে কুরআন হাদীসের আলোকে ইস্তেগফারের কয়েকটি উপকারিতা দেয়া হলো।

১) গোনাহ মাফের মাধ্যম:

ইস্তেগফারের সবচেয়ে বড় উপকারীতা হচ্ছে নিজের গুনাহ খাতা মাফ করাতে পারা। শুধু তাই নয় ক্ষমা লাভের মাধ্যমে বান্দা তার সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহ কে কাছে পেতে পারে আর যে আল্লাহ কে পেলো সে তো সবই পেলো, তার তো আর কোনো কিছুরই

প্রয়োজন নেই। রব কে পাওয়া মানে দুনিয়া আখেরাত সবটাতেই কল্যাণ পাওয়া অতএব বান্দার জন্য এর চাইতে বড় ফায়দা আর কি হতে পারে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

مَنۡ يَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا اَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهٗ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا۱۱۰﴿

আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সুরা আন নিসা, আয়াত: ১১০)

২) আজাব থেকে পরিত্রাণ :

ইস্তেগফারের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। ইস্তেগফার অবস্থায় আল্লাহ তার বান্দা কে আজাব দেবেন না। তাই আমাদের উচিত সর্বদা ইস্তেগফাররত অবস্থায় থাকা।

কুরআনে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡن َ

'ইস্তেগফার করা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।' (সুরা আনফাল : ৩৩)

৩) **দুশ্চিন্তা দূর হয়:**

মানুষের জীবনে বিপদ আপদ লেগে থাকে। নানান রকম দুশিচিন্তয় তার হৃদয় মলিন হয়ে থাকে, হঠাৎ হঠাৎ বিপদ এসে যায়, রিজিকে বরকত হয় না ইত্যাদি। আর এ সব কিছু থেকে বান্দার মনে দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

'যদি কেউ গুনাহ মাফের উদ্দেশ্যে ইস্তেগফার করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তিনটি পুরস্কার দেবেন,

তার জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করবেন, তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন, তাকে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয় স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন'। (সুনানে আবু দাউদ : ১৫১৮)

৪) **আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়:**

ইস্তেগফারকারির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। তার জীবনে মহান রবের সন্তুষ্টী নেমে আসে। সে কেমন জানি শান্তি অনুভব করে। যে কোনো পরিস্থিতিতে তার নিজেকে একা মনে হয় না, তার তাকওয়া বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি প্রতিকুলতা সে সবরের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে খুব সহজে পার নিতে পারে।

قَالَ يٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِالسَّیِّئَۃِ قَبۡلَ الۡحَسَنَۃِ ۚ لَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُوۡنَ اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۝

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছো কেন? তোমরা কেন আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর না যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও!"

৫) উত্তম জীবনের অধিকারী হওয়া:

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষই নেই যে চায় না সে একটু ভালো অবস্থানে থাকুক বা তার মর্যাদা বাড়ুক। সবাই চায় সুন্দর সংসার, ভালো চাকরি, কিংবা ব্যবসা নেক সন্তান। মোট কথা জীবন উপভোগ করার জন্য যা যা প্রয়োজন সবটাই। আল্লাহ আমাদের পবিত্র কুরআনে এর মূলমন্ত্র জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন,

وَّ اَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡہِ یُمَتِّعۡکُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤی
اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّ یُؤۡتِ کُلَّ ذِیۡ فَضۡلٍ فَضۡلَہٗ ؕ

'আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তার দিকে ফিরে আসো, তিনি তোমাদের এক নির্দিষ্ট কালের উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন। প্রত্যেক গুণিজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবে।

(সুরা হুদ, আয়াত: ৩)

৬) **দোয়া কবুল হওয়া:**

সর্বদা ইস্তেগফার অবস্থায় থাকার কারণে বান্দার দোয়া কবুল হয়। আমরা আমাদের জীবনে কত কিছুই না চাই। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া যেন পূর্ণ হয়ে যায় এই ইচ্ছা আমাদের সকলের। আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই আমরা।

ইস্তেগফার এমন এক আমল, যা মানুষকে আল্লাহর কাছে **'মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ'** বানিয়ে দেয়। আর 'মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ' হলো এমন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দোয়া করতে দেরি; কিন্তু সে দোয়া কবুল হতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না।

এই সম্মানের অধিকারী হওয়া খুব সহজ শুধু ওঠা-বসা চলা-ফেরায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নিয়তে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ (اَسْتَغْفِرُ اللهِ – اَسْتَغْفِرُ اللهِ) বলতে থাকার নিয়মিত আমল করতে হবে।

ছোট্ট একটি আমলের কারণেই সামান্য রুটি বিক্রেতা হয়েছিলেন 'মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ'। যার দোয়া আল্লাহ তাআলা অভিনবভাবে কবুল করেছিলেন। যার সাক্ষী ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই।

ইমাম হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনায় রুটি বিক্রেতার দোয়া কবুলের ঘটনা-

জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস হজরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি সারাজীবন হাদিস সংগ্রহে কাটিয়ে দিয়েছেন। এটি তার শেষ জীবনের ঘটনা।

তিনি একবার এক সফরে বের হয়েছিলেন। সফরের মধ্যে রাতে এক মসজিদে মাগরিব আর ইশা নামাজ আদায় করেন এবং সেখানেই রাত কাটানোর কথা ভাবলেন। তিনি মসজিদে বসে শীতের কাপড় মুড়ি দিয়ে হাদিস পড়া শুরু করলেন। এমন সময় মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এসে বললেন, এ এলাকার নিয়ম হচ্ছে, রাতে মসজিদে থাকা যাবে না। নিরুপায় হয়ে তাকে মসজিদ থেকে বের হতে হলো।

শীতের রাতে হাটতে হাটতে এক বাজারে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে রুটি বিক্রেতা এক যুবককে দেখলেন। মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে হাম্বল রুটি বিক্রেতা যুবককে সালাম দিয়ে বললেন, হে যুবক! শীতের রাত, আমি কি তোমার কাছে বসে রাতটা কাটাতে পারব? যুবক বিনয়ের সঙ্গে সম্মতি দিলো।

মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে হাম্বল চুলার পাশে বসে হাদিস পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি যুবকের একটা আমল লক্ষ্য করলেন। তাহলো-যুবক রুটি তৈরিতে যা-ই করছেন, তাতেই তিনি 'আসতাগফিরুল্লাহ','আস্তাগফিরুল্লাহ' বলছেন। অর্থাৎ ইসতেগফারের আমল করছেন।

যুবকের এ আমল দেখে মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে হাম্বলের কৌতুহল বেড়ে গেল। তিনি যুবক কে জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তোমার কী হয়েছে? শুরু থেকেই দেখছি, তুমি যে কাজই করছো সঙ্গে সঙ্গে ইস্তেগফার (আসতাগফিরুল্লাহ) পড়ে যাচ্ছ।

যুবক উত্তর দিলো, "আমি 'মুঝতাঝাবুদ দাওয়াহ'।

যুবক বললেন, 'হ্যাঁ', আমি দোয়া করলেই কবুল। তবে আমার একটা দোয়া এখনো কবুল হয়নি। সেটি ছাড়া আল্লাহ আমার সব দোয়া কবুল করে নিয়েছেন।

এবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আগ্রহ-কৌতুহল নিয়ে জানতে চান, তোমার সেই দোয়া কী? যা এখনো কবুল হয়নি? যুবক বললেন, - আমি শুনেছি এ জামানার সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল। আমার ইচ্ছে হলো- 'তাঁকে এক নজর দেখা এবং তার হাতে হাত রেখে মোসাফাহ কর। আর তাঁর কপালে একটা চুম্বন করা।' আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি, আল্লাহ তাআলা আমার এ দোয়া এখনও পূরণ করেননি।

আল্লাহ যে কেন আমার এ দোয়াটা কবুল করছেন না; তা আমি বুঝতে পারছি না।

এটি শুনে মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে বললেন,

হে যুবক! আল্লাহ তোমার এ দোয়াও কবুল করেছেন।

হে যুবক! আমি-ই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল। আহমাদ ইবনে হাম্বল নিজেই তোমার কাছে ছুটে এসেছে।'(সুবহানাল্লাহ) সঙ্গে সঙ্গে যুবক চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জড়িয়ে ধরলেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা ইস্তেগফারের অসীম উপকারীতা সম্পর্কে আঁচ করতে পাই। আমাদের যাদের দোয়া কবুল হয় না বলে অভিযোগ তুলি, তাদের জন্য এটি একটি বাস্তবিক উদাহরণ। সুতরাং আমাদের উচিত সর্ব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা। আমাদের প্রিয় নবী, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে ৭০ বারের চাইতেও বেশী ইস্তেগফার করতেন। তিনি পাপ মুক্ত ছিলেন তাও দৈনিক এতো বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাহলে আমার তো আরো বেশি করা উচিত, অন্তত ৭০ বার।

আরেক হাদীসে এসেছে,

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে আমলনামায় অধিক পরিমাণে ইস্তেগফারে যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮১৮)

ইস্তেগফারের দোয়া সমূহ:

নবী কারিম (সা) আমাদের বেশি বেশি ইস্তেগফার করার তাগিদ দিয়েছেন। আমরা এতোটাই নগন্য যে আল্লাহ তা'আলা কে কি বললে তাকে পাবো, কিভাবে বললে তিনি শুনবেন সেটাও জানতাম না। আল্লাহ আমাদের প্রতি এতটাই মেহেরবান যে তিনি তার

নবীগণের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষাও দিয়ে দিয়েছেন। তার নিকটবর্তী হওয়ার সকল পন্থা বাতলে দিয়েছেন।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান রবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার অনেক গুলো দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। কি বলে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করবো, কোন যিকির করবো, আল্লাহ কে কিভাবে স্মরণ করলে তিনি খুশি হবেন, কোন শব্দ উচ্চারণ করলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ দ্রুত মাফ করবেন সবটাই শিখিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে ইস্তেগফা করার কিছু দোয়া বর্ণনা করা হলো।-

১)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْه

আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি। [তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৪; ছহীহাহ হা/২৭২৭]

২)

إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম কোন সমস্যায় এই দোয়ার মাধ্যমে তার পালনকর্তাকে আহবান করে, যা ইউনুস (আ.) মাছের পেটে গিয়ে করেছিলেন, তখন আল্লাহ তার আহবানে সাড়া দেন।

[আম্বিয়া ২১/৮৭; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৯২, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'আল্লাহর নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ-২]

৩)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান) ১০০ বার।

[আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৫২, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৪।]

৪) যত ইস্তেগফারের দোয়া আছে তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে **সাইয়েদুল ইস্তিগফার**। নবী করীম (সাঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের কে। কেউ যদি সাইয়াদুল ইস্তেগফার পরে এবং সেদিন তার মৃত্যু হয় তবে সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দোয়া পড়বে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে'।

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أَنْتَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই।

[বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ-৪।]

৫) যে ব্যক্তি ইস্তেগফারের এই দুয়া পড়বে,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য মা’বুদ (‘ইবাদাতের যোগ্য) নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করছি।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে (যাওয়ার পাপ করে) থাকে।"

[সুনান আবূ দাঊদ : ১৫১৯; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭, হাদীসটি সহীহ।]

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা অনেক বড় কাবিরা গুনাহ। সুতরাং এই গুনাহর সাথে যখন তুলনা করা হয়েছে এর মানে হলো এই দোয়া পড়লে, আল্লাহ চাইলে বান্দার সকল জানা অজানা সগীরা, কবিরা গুনাহ মাফ করে দেবেন।

৬)

أَستَغْفِرُ الله

আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সব চেয়ে সহজ এবং একে বারে ছোট ইস্তেগফার হচ্ছে এটি। চলতে বসতে উঠতে সর্ব সময় খুব সহজেই বান্দা অনবরত পরে যেতে পারে।

প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ইসতেগফারটি ৩ বার পড়তেন।'

(মিশকাত)

আরো কিছু ছোট ইস্তেগফার আছে,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থ: আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি।

এ ইসতেগফারটি প্রতিদিন ৭০/১০০ বার পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তাওবাহ ও ইসতেগফার করতেন।' (বুখারি)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়।'

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন।'

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত)

আল্লাহ আমাদের সকল কে প্রকৃত রুপে তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার তৌফিক দিন।

তওবা ও ইস্তেগফারের মধ্যে পার্থক্য:

মানুষ মাত্রই ভুল। মানুষ গুনাহের চাদরে জর্জরিত। বান্দা গুনাহ করার পর হতাশ হয়ে পরে, কোনো দিশা খুঁজে পায় না। শয়তান ওত পেতে থাকে কিভাবে মানুষকে লাঞ্ছিত করবে, গুনাহগার বানাবে। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাকে গুনাহমুক্ত করার জন্য সব সময় বান্দার ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকেন। সকাল কিংবা সন্ধ্যা যে কোনো সময়ই হোক বান্দা যেন শুধু তাঁর দিকে ফিরে আসে। তিনি বান্দার গুনাহ মাফ করেন সাথে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেবেন।

নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ক্ষমা চাওয়ার নামই হলো ইস্তিগফার।

এবং তওবা হলো অনুতপ্ত হওয়ার পাশাপাশি গুনাহের সেই জগতে আর ফিরে না যাওয়ার নাম।

ইস্তিগফার ও তওবা প্রায় জোড়া শব্দ হিসেবে দেখা যায়, যেমন: তওবা-ইস্তিগফার। কখনো কখনো দুটি শব্দ সমার্থকও হয়। তবে ইস্তিগফার জীবিত-মৃত সবার জন্য আর তওবা শুধু জীবিত লোকের জন্য। তওবা ও ইস্তিগফার শুধু নিজের জন্য হয়, দোয়া সবার জন্যই হয়।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَ اِلَیۡکَ الۡمَصِیۡرُ

"আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের আপনার দিকে ফিরে যেতে হবে।"

(সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৮৫)

কুরআনে কিছু জায়গায় তওবা-ইস্তেগফার একত্রে এসেছে, কিছু জায়গায় শুধু তওবা কিংবা শুধু ইস্তেগফারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত দুটো একি মূলের শাখা প্রশাখা মাত্র। তবে দুটোর মাঝে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ইস্তেগফার হচ্ছে **তলাবুল মাগফিরাহ** অর্থাৎ মাগফেরাত চাওয়া, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তওবা হলো ফিরে আসা। আবার তওবা শব্দটি যদি বান্দার ক্ষেত্রে হয় তবে তা হলো ফিরে আসা আর যদি আল্লাহর ক্ষেত্রে হয় তবে তার অর্থ কবুল অর্থে আসবে। আল্লাহর প্রিয় বা পছন্দনীয় বান্দা হওয়ার জন্য এ দুটিই প্রয়োজন।

বলা যায় ইস্তেগফার হলো আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া এবং তওবা হলো নিজের বিশেষ ভুলের কারণে আল্লাহ কাছে তওবা করে ফিরে আসা। সেটা সগীরা, কবীরা যে কোনো পাপই হোক না কেন। পাপের কারণে মনে মনে অনুতপ্ত হওয়া এবং

এই জঘন্য কাজে নিজেকে আর নিয়োজিত রাখবো না বলে দৃঢ় মনোনিবেশ করা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, এটাই তওবা।

ইস্তেগফারের ক্ষেত্রে গুনাহ করা অবস্থায় থাকতেই হবে এমন না, সজ্ঞানে জেনে শুনে যদি কোন গুনাহ না ও হয়ে থাকে তাও উঠতে বসতে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকতে হবে। কিন্তু তওবার ক্ষেত্রে এমন নয়। কোনো ব্যাক্তির দ্বারা ভুল বসত কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ায় কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলো তখন সে সেই অবস্থায় বসে থাকবে না। গুনাহ হয়েছে এই বুঝের সাথে সাথে অনুতপ্ত হবে উঠে দাঁড়াবে তওবার শর্ত গুলো মেনে আল্লাহর কাছে কান্না করবে ক্ষমা চাবে এবং আল্লাহ মাফ করে দেবেন এই আশা রাখবে।

তওবা ও ইস্তেগফারের বিষয়টি মুশরিকের উদাহরণ দিয়ে বুঝা যেতে পারে। একজন মুশরিক যার কোনো ঈমান নেই। আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস নেই। সে যদি ইস্তেগফার করে তবে কি তার কোনো উপকার হবে?

বরং তার শিরক আর কুফরের বুঝ হওয়ার সাথে সাথে তাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে বিগত সকল পাপের জন্য তওবা করতে হবে এবং সে ভবিষ্যতে আর আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, কুফর করবে না, সর্বদা ঈমানী অবস্থায় থাকবে এই প্রতিজ্ঞা করে দয়াময় রবের নিকট ফিরে আসবে তবেই তার তওবা কবুল হবে।

সুতরাং আমরা বুঝলাম ইস্তেগফার মুমিনের জন্য কিন্তু তওবা মুমিন মুশরিক উভয়ের জন্যই। অনেক সময় মুসলিম ব্যাক্তিও যদি কোনো শিরকই কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরে তার ভুল সে বুঝতে পারে তখন তার জন্যও ইস্তেগফার কোনো কাজে আসবে না। বরং তওবার সকল নিয়ম মেনে তার উচিত হবে আল্লাহর আছে তার গুনাহ মাফের জন্য ভিক্ষা চাওয়া। শিরক কুফরি থেকে নিজেকে মুক্ত না করে অনবরত আস্তাগফার পাঠ করতে থাকলেও সেই ইস্তেগফার কোনো ফায়দা বয়ে আনবে না। কারণ যার ঈমান নেই ইস্তেগফার তার কোনো লাভে আসবে না।

তওবা সর্ব অবস্থায় করা যায়। কিন্তু তওবা করার নিয়ত আসবে যখন বান্দার মন মানসিকতা এমন হবে যে সে কোনো ইসলাম বিরোধী কাজে জড়িয়ে থাকবে না, তার চিন্তা চেতনা সব ইসলাম কেন্দ্রিক হবে, ইসলামের সকল বিধিনিষেধ সে এক বাক্যে মানার মনভাব রাখবে। এবং ফিরে আসার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তওবা ও ইস্তেগফার জারি থাকতে হবে।

আবার মুসলিম হয়ে কেউ যদি জেনা করে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে, মিথ্যা বলে, কোনো সতীতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, চুরি ডাকাতি করে, মানুষের সম্পদ লুট করে, কোনো বান্দার হক নষ্ট করে তবে অবশ্যই তাকে প্রকৃতরূপে তওবা করতে হবে, শুধু ইস্তেগফারে কাজ হবে না। আর এর জন্যই অবশ্যই আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে কোনটা কাবিরা গুনাহ, কোনটা সাগিরা গুনাহ, কি গুনাহ হয়ে গেলে আমার জন্য তওব আবশ্যক এবং কোনটার ক্ষেত্রে শুধু ইস্তেগফার প্রযোজ্য।

তওবা ও ইস্তেগফারের আর একটি পার্থক্য হলো, কোনো মৃত ব্যাক্তির ক্ষেত্রে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু তার জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যদি সেই মানুষটা কাফের অবস্থায় মারা যায় তবে তার জন্য ইস্তেগফার করাও জায়েজ হবে না।

কাফেরদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। তারা জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন,

“(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ ঈমান আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান আছে।”

[আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মুল রয়েছে সহীহায়নে]

বাকী যাদের ঈমান নেই, সেই বেঈমানরা চিরদিন সেখানে আযাবের মধ্যে বসবাস করবে। তাদের শাস্তি ক্ষমা করা হবে না, লাঘব করা হবে না এবং তারা বা জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সুরা বাক্বারাহ, আয়াত: ৩৯)

তাইতো বলা হয়েছে যে মুমিনের জন্য কোনো আফসোস নেই, মুমিনের কোনো হতাশা নেই। কারণ তার সর্ব অবস্থায় কল্যাণ নিহিত।

" **ইস্তিগফার** হচ্ছে ক্ষতি থেকে মুক্তি কামনা করা আর তাওবা হচ্ছে লাভ অর্জন করতে চাওয়া। সুতরাং ইস্তিগফারের মাধ্যমে বান্দাহ্ পূর্বের অবৈধ কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চায় আর তাওবার মাধ্যমে সে এমন কিছু পেতে চায় যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।"

[মাদারিজুস-সালাকীন ১/৩০৭-৩০৮]

যুনূন আল-মারী বা মিশরী (র) বলেন,

مَا لِاسْتِغْفَارُ جَامِعٌ لَمَعَانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَثَانِيهَا الْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ وَثَالِثُهَا: أَداءُ نا ضَيَّعْتَ مِنْ فَرْضِ اللهِ وَرَابِعُهَا: رَدُّ الْمَظَالِمِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْمَصَالِحِ عَلَيْهَا وَخَامِسُهَا: إِذَابَهُ كُلِّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَ عَلَى الْحَرَامِ وَسَادِسُهَا: إِذَاقَةُ أَلَمِ الطَّاعَةِ كَمَا وَجَدْتَ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ

ইস্তিগফার শব্দটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে। যার মধ্যকার সর্ব প্রথমটি হচ্ছে, পূর্বের গুনাহ্'র উপর লজ্জিত হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পাপগুলো ছাড়ার একান্ত দৃঢ় অঙ্গীকার। তৃতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার বিনষ্টকৃত ফরযগুলো আদায় করা। চতুর্থটি হচ্ছে, কারো উপর তার সম্পদ, সম্মান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো যুলুম করে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া। পঞ্চমটি হচ্ছে, হারামের উপর যে রক্ত- মাংসের ভিত্তি তা কমিয়ে ফেলা। ষষ্ঠটি হচ্ছে, আনুগত্যের কষ্ট সহ্য করা যেমনিভাবে অনুভব করা হয়েছে গুনাহ্'র সুমিষ্টতা।
[নুযহাতুল- ফুযালা: ৮৫৬]

কুরাআন হাদীসে সর্বত্র অধিক হারে আল্লাহ কে স্মরণ করতে বলা হয়েছে এবং তওবা ইস্তেগফার করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন,

فَاذۡكُرُوۡنِىۡٓ اَذۡكُرۡكُمۡ وَ اشۡكُرُوۡا لِىۡ وَ لَا تَكۡفُرُوۡن

কাজেই, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না।

[সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫২]

نَبِّئۡ عِبَادِىۡۤ اَنِّىۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, আমি ক্ষমাকারী ও দয়ালু।'

(সুরা হিজর, আয়াত : ৪৯)

আমাদের উচিত সর্বক্ষণে তওবা ও ইস্তেগফার অবস্থায় থাকা কারণ এটিই একমাত্র সফলতার চাবিকাঠি এবং আল্লাহর কঠোর আজাব থেকে পরিত্রাণের অস্ত্র।

আমাদের উচিত আমাদের জানা অজানা সর্ব রকম গুনাহের জন্য সর্বদা মহান রবের নিকট ক্ষমা চাইতে থাকা।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিগণকে সবসময় নিম্নোক্ত ইস্তেগফারের শিক্ষা দিতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং অজ্ঞাতসারে যা ঘটে তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

গুনাহের পুনরাবৃত্তি অতপর হতাশা:

মানুষ বরাবরই তার প্রবৃত্তির অনুসারী। শত চেষ্টা করেও বান্দা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে না। নাফসের ধোঁকায় পরে যায়। শয়তানের প্ররোচনায় নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারায়।

তওবা ও ইস্তেগফার করার পরও গুনাহের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। অনেক সময় একই গুনাহ বার বার হতে থাকে। একটা সময় বান্দা নিরাশ হয়ে যায় মনে হয় আল্লাহ হয়তো আর তাকে ভালোবাসে না, তাকে আর ক্ষমা করবেন না, তার রব তার কাছ

থেকে সকল রহমত উঠিয়ে নিয়েছেন। তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকলো না, সবকিছু যেন শেষ হয়ে গেছে। এসব ভাবনা শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকেই আসে।

কিন্তু আসলেই কি তাই? আল্লাহ কি সত্যি আমাদের ভুলে যান আমাদের শাস্তি দেয়ার জন্য অধির আগ্রহে বসে থাকেন? নাকি ঘটনা ভিন্ন!

আসুন এ ব্যাপারে সয়োং আল্লাহ আমাদের কি বলেছেন জেনে নেয়া যাক,

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما يحكي عن ربه عز وجل ، قال : أذنب عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ، ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . اعمل ما شئت فقد غفرت لك.

রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

বান্দা যখন কোনো পাপ করে ফেলে তারপর বলে, ‘হে আমার রব! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, এরপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন। ফলে আল্লাহ তার এই পাপ গোপন করেন ও তাকে ক্ষমা করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। এরপর সে আবার পাপ করলো এবং বললো, ‘হে আমার রব! তুমি আমার পাপ ক্ষমা করো।'

তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, তারপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন ফলে আল্লাহ তার এই পাপ গোপন করেন ও তাকে ক্ষমা করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। (আল্লাহ বলেন) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। অতএব, সে যা ইচ্ছা পাপ করুক ও তার পশ্চাতে সঠিকভাবে তাওবা করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে পাপ করে তাওবা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কেননা তাওবা আগের পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে তোমার পাপ যা'ই হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব ক্ষমা করে দিব, এতে আমার কোন পরওয়া নেই। হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন পরিমান পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত

হও, আর আমার সঙ্গে যদি কিছুর শরীক না করে থাক, তবে আমি সেই পরিমান ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমাকে দান করব।

সহীহ, সহীহাহ ১২৭, ১২৮, রাওযুন নাযীর ৪৩২, মিশকাত, তাহকিক ছানী ২৩৩৬, তা'লীকুর রাগীব ২/২৬৮, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩৫৪০ [আল মাদানী প্রকাশনী]

সুবহানাল্লাহ এর অর্থ তো এই দাঁড়ালো যে শয়তানের ছলচাতুরি দ্বারা আমাদের নফসকে আকৃষ্ট করা যাবে না। শয়তান চায় আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাই, দুনিয়া আখেরাত দো - জাহানেই হতাশাগ্রস্ত হই।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান তার বান্দা যেন তার কাছে বার বার ছুটে আছে তাঁর কাছে ক্ষমা তওবা কবুলের দরজা সর্বত্র খুলে রেখেছেন। বান্দার পাপ যতই হোক না কেন বান্দা যেন তার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে কার্পণ্য বোধ না করে। গুনাহ হয়ে গেলে বসে না থাকে।

ইবলিশ শয়তান সব সময় চায় মানুষ কে তাৎক্ষণিক তওবা বা ইস্তিগফার থেকে দূরে রাখতে। সে বান্দার মনে কুধারণা দেয় এই বলে যে, মাত্র তুমি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছো তোমার লজ্জা করে না তুমি এমন পাপিষ্ঠ অবস্থায় মহান রবের সামনে দাঁড়াবে কিভাবে। অথচ আল্লাহ বলেছেন বান্দা আমার কাছে যতবার আসবে ততবার আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। অতএব আমরা যদি হতাশ হয়ে বসে থাকি এবং অনুতপ্ত আগুনে হতাশ হওয়া বসে থাকি নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে বরং আরো বেশি গুনাহে

লিপ্ত হতে থাকি তবে একটা সময় আমাদের হৃদয় কালো কুচকুচে পাথরে পরিণত হবে। এবং তখন আমাদের ঈমানী নূর চলে যাবে, কোনো ইবাদতে আমরা স্বাদ পাবো না সব সময় অস্থিরতা দুশ্চিন্তায় ভুগবো।

কোনো মানুষই পুরোপুরি পাপ মুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। কেউ যদি মনে করে সে একদিনেই সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে তবে সে ভুল দিকে এগুচ্ছে। বরং এই চিন্তা নিয়ে আগে বাড়লে আরো বেশি হতাশা বাড়বে। মানুষ ভুলভ্রান্তি করবে এটাই নিয়ম তাই আমাদের উচিত এটা মেনেই সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত যে, গুনাহ আমাদের হতে থাকবে কিন্তু সাথে আমরা তওবা-ইস্তেগফার করতে থাকবো। মানুষের আত্মা বিশুদ্ধ হবে আবার শুদ্ধ হবে। রাস্তায় বের হলে যেমন জীবাণু গায়ে লাগবে এটাই স্বাভাবিক, তাই বলে কি বাইরে বের হবে না মানুষ? এতো হয় না।

মোদ্দা কথা হলো, গুনাহ করলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই শুধু মনে রাখতে হবে পাপ যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়, গুনাহ যেন না জমে, গুনাহ হওয়া সাথে সাথে মহান রবের সান্নিধ্য আসতে হবে এবং বেশি বেশি নেক আমল ও যিকির আসগারে মন ধাবিত করতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন সুরা ইমরানের ৩১ নং আয়াতে বলেছেন,

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ یَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡم

বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

আল্লাহ আরো বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান(১) প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। [সূরা আল আনফাল, আয়াত : ২৯]

(১) অর্থাৎ তিনি তোমাদের মধ্যে আন্তরিক দৃঢ়তা, বিচক্ষণ ক্ষমতা ও সুন্দর হিদায়াত সৃষ্টি করে দেবেন যার মাধ্যমে তোমরা হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারবে। (যুবদাতুত্ তাফসীর)

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"[সূরা আত্ তাগা-বুন, আয়াত: ০৯]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ - لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী। তাদের জন্য তাদের রব-এর কাছে তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই মু'মিনদের পুরস্কার। যাতে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ঢেকে দেন এবং তারা যে সর্বোত্তম 'আমল করত তার প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।" [সূরা আয্ যুমার, আয়াত : ৩৩-৩৫]

সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন সে সকল বান্দার জন্য যারা সত্য কে সত্য বলে গ্রহণ করে নিবে আর আল্লাহ তাদের মন্দ কাজ কে নেক কজে রুপান্তর করে দেবেন। তাই আমাদের উচিত হতাশ না হয়ে আল্লাহর ক্ষমার আশা করা এবং তার শাস্তি কে ভয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

শেষ কথা

এতোক্ষণ তওবা এবং ইস্তেগফার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম এবং জানলাম মানবজীবনে তওবা ও ইস্তেগফার কত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর ক্ষমার অধিকারি মানুষের সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারা এটি দয়াময় রবের অনেক বড় রহমত। বান্দা ও আল্লাহর সম্পর্ক অটুট হয় তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে। আল্লাহ সবচাইতে বেশি পছন্দ করেন ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে।

আল্লাহ বলেন,

فَمَنۡ تَابَ مِنۡۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهٖ وَ اَصۡلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوۡبُ عَلَیۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

অতঃপর যে তার যুলমের পর তাওবা করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সুরা মায়দা, আয়াত: ৩৯)

ডাঃ আব্দুলাহ জাহাঙ্গীর (রহমাতুল্লাহ আলাইহি)'র বলা একটি কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি এক অনুষ্ঠানে তওবা ও ইস্তেগফারের ফজিলত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, "পাপ থেকে তওবা করা শুধু পাপ থেকে মুক্ত হওয়াই নয়, পাপ থেকে মুক্ত হওয়া হলো আল্লাহর বেলায়াত অর্জন করা, তাজকিয়া এ নাফস অর্জন করা।"

আসলেই তাই, একজন বান্দা যদি তার জীবদ্দশায় শুনে যে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট, সেই বান্দার আনন্দের শেষ থাকবে না।

তার জীবন যেন সার্থক। আল্লাহ আমাদের এই দুনিয়ায় সরাসরি ফলাফল না বলে দিলেও কি করলে আমরা পরকালে মাগফেরাত পাবো সেটা ঠিকই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যার কিছুটা বিস্তারিত আমরা জানলাম।

নিজের গুনাহ স্বীকার করে আল্লাহর দারস্থ হলে আল্লাহ খুশি হন। যতটানা বান্দার গুনাহের কারণে রাগান্বিত হোন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আনন্দিত হোন।
আল্লাহর বান্দার প্রতি এই আনন্দের কথা শুনলে একটি মাত্র উপমা বারংবার ভেসে আসে,

এক হাদীসে বলা হয়েছে- এক লোক সফর করতে করতে এক পর্যায়ে বিপদযুক্ত ভয়ানক স্থানে এসে উপস্থিত হল। তার খাবার দাবার ও সফরের সকল সরঞ্জাম তাঁর উট বহন করছিলো, যে তার সঙ্গে ছিল। লোকটি বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু সময় পর সে জেগে দেখল, সেখানে তার উট আর নেই। সফরের একমাত্র বাহন উট, যার সাথে খাদ্য-পানীয় এবং সফরের সব জিনিসপত্র আছে তা হারিয়ে লোকটির অন্তর হায় হায় করে উঠল। এরপর সে উটের সন্ধানে বহুদূর পর্যন্ত ছুটাছুটি করেলো কিন্তু কোথাও পেলো না তাকে অবশেষে খুদায় পিপাসায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে তার পূর্বের স্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অত:পর তার ঘুম যখন ভাঙল সে দেখতে পেল, তার হারিয়ে যাওয়া উটটি সমস্ত কিছু নিয়ে দাড়িয়ে আছে।

জনমানবহীন এই বিরান ভূমিতে মুসাফির তার হারিয়ে যাওয়া উটটি ফিরে পাওয়ার পর যেই পরিমান আনন্দিত হবে- কোন বান্দা তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তার উপর এই মুসাফিরের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।

যতবার এই হাদীসটি মনে পরে ততবার যেন অশ্রু সিক্ত হয়ে আসে দু নয়ন। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের কত্ত বেশি ভালোবাসেন। আর আমরা তাঁর কাছে যেতে এমন কার্পণ্য করি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বান্দা কে শুধু তাঁর কাছে চাইতে বলছেন আর সেই চাওয়া টাই আমাদের জন্য এত কষ্টসাধ্য হয়ে পরেছে? রাব্বিগফিরলি ইয়া রব্ব, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে? (আল-ইনফিতার, আয়াত : ৬)

মানুষের জন্য চূড়ান্ত সৌভাগ্য হল হাশরের ময়দানে আল্লাহরকে দেখতে পাওয়া। এই পরম সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়া। এমন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সৌভাগ্য লাভের পথে অন্তরায় হল জাহান্নামের আগুন। দুনিয়ায় ক্ষণিকের উল্লাসের জন্য এবং নফসের চাহিদা ও খাহেশাতের আনুগত্য মানুষকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে দেয়। এই কথা যদি কোনো বান্দা ভালভাবে মনে গেঁথে নেয় তবে সে গুনাহ থেকে নিজেকে সর্বদা সংযত রাখার চেষ্টা করবে। শয়তানের ফাঁদে পা দেবে

না। আর যদি পাপ হয়েও যায় তবে আল্লাহর নিকট অনতিবিলম্বে তওবা করবে এবং নিজেকে তার সামনে সোপর্দ করে দিবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তওবায় নিমজ্জিত থাকবে।

গুনাহের কারণে পরকালের সেই পরম সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত হতে না হয় তাই সবসময় সতর্ক থাকা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখা অতি আবশ্যক।

اِعْلَمُوٓا اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم ٌ

জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সুরা মায়দা, আয়ায: ৯৮)

উপরে বর্ণিত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের পর এই বিষয়ে আর কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকবে না যে, রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের লক্ষ্যেই এমন পথ বর্জন করতে হবে, যেই পথ মানুষকে

আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। সত্যি বলতে একটা মানুষের জীবনে ক্ষমা ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিছুর গুরুত্ব হতে পারেনা। কারণ একজন ঈমানদার মানুষ খুব ভালোভাবে জানে তার মাগফেরাত হওয়া মানেই তার সকল চাওয়া পূরণ হয়ে যাওয়া।

গুনাহ করতে করতে হৃদয় কুলষীত হয়ে গেছে? দুঃখ, বিপদ দূরদর্শায় জীবন জর্জ্জরিত? ভয় নেই আশাভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই বরং আল্লাহ তাওয়াক্কুল হয়ে ক্ষমা চাইতে থাকা হচ্ছে পার্থিব ও পরকালিন কষ্ট হতে নাযাত পাওয়ার মূলমন্ত্র।

আল্লাহ বলেছেন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

وَ اِنۡ یَّمۡسَسۡکَ اللّٰہُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَہٗۤ اِلَّا ہُوَ ۚ وَ اِنۡ یُّرِدۡکَ بِخَیۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِہٖ ؕ یُصِیۡبُ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ ؕ وَ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ

'আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।' (সুরা ইউনুস, আয়াত: ১০৭)

সবশেষে বলতে চাই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল। সর্বদা আল্লাহ তাওয়াক্কুল থাকা নিজের রবের সম্পর্কে সুধারণা রাখা। কারণ আল্লাহ বলেছেন আমি বান্দার কাছে তাই যা সে আমাকে মনে করে। সুতরাং কোনোভাবেই আল্লাহর রহমত থেকে আশাহীন হওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে মহান আল্লাহর ক্রোধের তুলনায় তাঁর রহমতের অনেক গুণ বেশি। তাই জীবন থেকে নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ বিমুখ না হয়ে আল্লাহ ভীরু হওয়া। রবের কাছে বেশি বেশি তওবা- ইস্তেগফার করা এবং মৃত্যুর আগে খাঁটি তওবা করে সন্তুষ্টি চিত্রে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা, এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র খোয়াহিশ হতে হবে।

আল্লাহ বলেছেন,

‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী-পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তা হলে আমিও তোমার কাছে পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব । [তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪০]

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি তোমার পছন্দমত সৎকাজ করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত করে। নাও।

(সুরা নামল, আয়াত: ১৯)

ইয়া রাব্বুল আলামীন আপনি আমাদের কবুল করুন।

রেফারেন্স

মাসিক আলকাউসার

(https://www.alkawsar.com/bn/)

Hadithbd (https://www.hadithbd.com)

বই-

১) খাঁটি তওবা (ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী)

২) কুরাআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইস্তিগফার (শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন হাকিম আব্দুল আজিজ মাদানী)

৩) তওবার বিস্ময়কর ঘটনা [আল্লামা ইবনে কুদামা মুকাদ্দেসী [র.]]

৪) তওবা ও ক্ষমা [ইমাম গাজ্জালী (র:)]